সংবাদ

35

তারিখ ... 5.4.85 ...
পৃষ্ঠা ... সম্পাদকীয় ...

সম্পাদকীয়

সংবাদ

ঢাকা : শুক্রবার, ২২শে চৈত্র, ১৩৯১

ফল বেরুতে কত দিন ?

'৮২ সালের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে ৮৪ সালের এপ্রিলে। '৮৫-র এপ্রিল যেতে বসলেও ফল বেরোয়নি এখনও (১লা এপ্রিলের বাংলার বাণী দ্রষ্টব্য)। এটা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের কথা। পরীক্ষার পরে কয়েকজন পরীক্ষার্থী বিয়ে করে মাশাল্লাহ ইতিমধ্যে সন্তানের জনক-জননী পর্যন্ত হয়ে গেছেন। রসিকজনেরা মন্তব্য করছেন বাংলা বিভাগ আসলে পরীক্ষার্থীদের ধৈর্য পরীক্ষা করছেন।

ব্যাপারটা মোটেও এতটা হালকা বা রসালো নয়। কিংবা এটা শুধু বাংলা বিভাগেই সীমাবদ্ধ নয়। প্রতি বছরই বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বা একাধিক বিভাগে ফল প্রকাশে এ রকম অবাঞ্ছিত, অস্বাভাবিক বিলম্ব হয়। দেশের সার্বিক অবস্থার প্রভাব শিক্ষাঙ্গনেও পড়তে বাধ্য। এ কারণে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষাবর্ষ ইতিমধ্যে দু'তিন বছর পিছিয়ে গেছে। এতে ঝরে যাওয়া শিক্ষার্থী বা কিছু সংখ্যক ধনীর দুলালের তেমন ক্ষতি না হলেও সংখ্যাগরিষ্ঠ ছাত্র-ছাত্রী এবং তাদের অভিভাবক অভিভাবিকাদের দুঃখকষ্ট প্রলম্বিত হচ্ছে। গত ৩রা এপ্রিল সংবাদ-এ মৃদুল কান্তি বিশ্বাসের যে চিঠিটি ছাপা হয়েছে তাতে এ চিত্রটিই ফুটে উঠেছে। তিনি '৮০ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মান শ্রেণীতে ভর্তি হলেও ৫ বছরে কোন সার্টিফিকেট যোগাড় করতে পারেননি। কারণ তার শিক্ষাবর্ষ শেষ হয়নি এবং পরীক্ষাও অনুষ্ঠিত হয়নি। অথচ চাকরির বয়সটা ঠিকই পেরিয়ে যাচ্ছে। শিক্ষাবর্ষ নষ্ট হওয়ার জন্য বাংলাদেশে চাকরি প্রার্থীদের বয়সসীমা ইতিমধ্যে ২৫ থেকে ২বছর বাড়িয়ে ২৭ বছর করা হয়েছে। কিন্তু এভাবে পরীক্ষা পিছানো যদি অব্যাহত থাকে তাহলে শিগগিরই তা ত্রিশের কোঠায় নির্ধারণ করতে হবে বলে আমরা আশঙ্কা করছি।

পরীক্ষা পিছানোর জন্য যে কেবল পরীক্ষার্থীদের ক্ষতি হচ্ছে তা নয়। সময়মত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত না হওয়ায় তাদের অধিকতর সেবা থেকে দেশবাসীও বঞ্চিত হচ্ছেন; অথচ তাদের পিছনে অভিভাবকসহ গরীব দেশের অর্থ ব্যয় অব্যাহত রয়েছে। অবশ্য বছরের ১২ মাসের মধ্যে যদি ৮/৯ মাসই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বন্ধ থাকে তাহলে সিলেবাস সমাপ্ত করে সময়মত পরীক্ষা গ্রহণও সম্ভব নয়। বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকার কারণ দেশ এবং শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ। এ সম্পর্কে ইতিপূর্বে সংবাদ-এর সম্পাদকীয় কলামে একাধিকবার লেখাও হয়েছে। এখানে প্রসঙ্গটি হচ্ছে পরীক্ষার ফল প্রকাশ।

দু'বছরের শিক্ষাবর্ষ ৪/৫ বছরে সমাপ্ত করার পর যে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় তার ফল প্রকাশ করতে এত সময় লাগার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকতে পারে না। খাতা দেখেন শিক্ষকরা। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস বন্ধ থাকায় তাদের তো আরও তাড়াতাড়ি খাতা দেখার কথা। আমরা যতদূর জানি, খাতা দেবার সময় পরীক্ষকদের এগুলো একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দেখে দেবার অনুরোধ জানানো হয়। কিন্তু দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ বা পঞ্চমবার তাগিদপত্র দিয়েও যদি সেগুলো ফেরত না পাওয়া যায় তাহলে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দফতর কি করতে পারে ? বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক ছাড়া অন্যদের 'হরিজন' বলে গণ্য করলে এমনটি হবেই থাকবে। ডিগ্রী পাস কোর্সে পরীক্ষকরা সময়মত খাতা দেখে না দিলে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার বিধান রয়েছে। অনার্স এবং মাষ্টার ডিগ্রীর পরীক্ষকরা নিজেরা তাদের সম্মান এবং দায়িত্ববোধ সম্পর্কে সচেতন থাকলে তাদের বিরুদ্ধে এ জাতীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী উঠবে না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষকই যে বিলম্বে খাতা দেখেন তা নয়। বরং অল্প কিছু শিক্ষক তাদের 'প্রভাব' এবং 'প্রবীণত্বে'র সুযোগে সময়মত খাতা না দেখে বিদেশ সফর, প্রজেক্টের কাজ এবং অন্যান্য বিষয়ে ব্যস্ত থাকেন বলে শোনা যায়। বিভাগের চেয়ারম্যান যদি কোন জুনিয়র শিক্ষক হন তাহলে সৌজন্যের জন্য তাঁর পক্ষেও খুব একটা কিছু করা সম্ভব হয় না। শিক্ষকরা প্রজেক্ট করতে পারবেন না, তা আমরা বলি না। কারণ তাদেরও অর্থের প্রয়োজন রয়েছে। তাছাড়া তাদের মেধা যদি কোন প্রজেক্টের কাজে লাগে তাতে দেশবাসীই উপকৃত হবেন। কিন্তু তাদের প্রাথমিক দায়িত্ব যে শিক্ষকতা, শিক্ষার্থীদের সঠিকভাবে এবং সময়মত গড়ে তোলা তাতো তাঁরাও অস্বীকার করতে পারেন না। বাস্তব কাজও তাদের সেভাবেই করা উচিত। শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকদের চরিত্র হননে একটি স্বার্থবাদী মহল সবসময়ই তৎপর। কিছু সংখ্যক শিক্ষকের ভুল বা অসাবধানতায় তারা যাতে এ সুযোগ না পায় সে ব্যাপারে তাদের অত্যন্ত সতর্ক থাকা উচিত বলে আমরা মনে করি।

পরীক্ষার ফল প্রকাশে বিলম্বের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছাড়া বহিরাগত শিক্ষক এবং বিভিন্ন বিভাগের জটিলতাও অনেকাংশে দায়ী। সমস্যাটা যেহেতু গুরুতর কাজেই একাডেমিক কাউন্সিল, সিন্ডিকেট এবং সিনেটে বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য আমরা প্রস্তাব রাখছি।